ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

STUDY MATERIAL (1st term) – 2020

Sub: Bengali **Class: X** **Date: 5.5.2020**

কবিতা-আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি
কবি-শঙ্খ ঘোষ

- **লেখক পরিচিতিঃ-** বর্তমান সময়ের জীবন্ত কিংবদন্তী কবি হলেন শঙ্খ ঘোষ।১৯৩২ সালের ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)জন্মগ্রহন করেন তিনি।তাঁর প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ।প্রেসিডেন্সি কলেজের এই মেধাবী ছাত্র পরবর্তী কালে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলো 'দিনগুলি-রাতগুলি'।কুন্তক ছদ্মনামেও তাঁর অনেক লেখা পাওয়া যায়।তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' সম্মান দেন।রবীন্দ্র,সাহিত্য আকাদেমির মতো অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

  উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ- বাবরের প্রার্থনা,মুখ ধেকে যায় বিজ্ঞাপনে,ধুম লেগেছে হৃৎকমলে ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।এছাড়াও ছন্দের বারান্দা,নিঃশব্দের তর্জনী,এ আমির আবরণ,রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ইত্যাদি একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন।ছোটদের জন্যও লিখেছেন একাধিক কবিতা।

- **উৎসঃ-** শঙ্খ ঘোষ রচিত'জলই পাষাণ হয়ে আছে' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে কবিতাটি।

- **শব্দার্থঃ**-- ১। গিরিখাদ- পর্বতের মধ্যবর্তী সরু নীচু যায়গা।
  ২। বোমারু-বোমা ফেলার জন্য ব্যবহৃত বিমান।
  ৩। হিমানী-বরফ।
  ৪। শব-মৃতদেহ।
  ৫। বেঁধে থাকা-একসঙ্গে থাকা।

- **সারসংক্ষেপঃ—** পৃথিবী টাকে ক্রমশ ছোট হতে হতে কোনো এক বোকা বাক্সে বন্দী হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছিল কোনো এক গানের সুরে। পৃথিবী আজ বোকা বাক্সে সম্পূর্ন বন্দী না হলেও তার পরিসর যে ছোট হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।শুধু কি পৃথিবী! না, ক্রমশ সংক্ষীর্ণ হচ্ছে মানবও। মানুষ-অমৃতের পুত্র মানুষ, আজ মেতে উঠেছে এক ধ্বংসলীলায়।যার মূল ভিত্তি ক্ষমতা,লোভ, লালসা,হিংসা। ক্ষমতায়নের নেশায় মত্ত মানুষ তার লোলুপ শিখায় প্রকাশ করছে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মনোভাবটি। নবীন কিশোর কে 'ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ দেওয়া' কিংবা সুকান্তর সেই এই পৃথিবী কে নবজাতক শিশুর বাসভূমি করে যাওয়ার অঙ্গীকার আজ বিবর্ণ।বরং পৃথিবী আজ মৃত্যুলীলার যূপকাষ্ঠে পরিনত হয়ে উঠেছে এক শ্রেণির মানুষের সীমাহীন লোভের মধ্যে পড়ে।
  এমনই এক বিবর্ণ পৃথিবীর চিত্র ধরা পড়েছে শঙ্খ ঘোষের 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায়। আমাদের পথ আজ রুদ্ধ।ডানপাশের ধ্বস,বামদিকে গিরিখাদ,মাথার উপর বোমারু বিমানের গর্জন এই সমস্ত কিছুই আজ আমাদের করে তুলেছে দিশাহারা।

কবির কথায়---

" আমাদের ডান পাশে ধ্বংস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু
পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো"

এই 'মৃত্যুপুরী', যেখানে ছড়ানো রয়েছে গৃহহীন শিশুদের মৃতদেহ–তাই হয়ে উঠেছে আজ আমাদের দেশ।এ যেন পথহীন এক মৃত্যুর অপেক্ষা।কবি জানিয়েছেন আমাদের ইতিহাসে আজ আমদের চোখমুখ ঢাকা'।আমাদের আজ আর কোনো পৃথক অস্তিত্ব্ নেই।আমরা সবাই হয়ে উঠেছি পরনির্ভর ভিখারী তে।এই পরজীবীর মতো আমাদের বেঁচে থাকাও মৃত্যু প্রায় সমতুল্য।

তবু আশা কুহকিনী।এই মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়েও জীবনের আহ্বান অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু এই জীবন একার বা একলা হয়ে বাঁচার নয়।এ জীবন যুথবদ্ধ হয়ে আরো বেঁধে বেঁধে আরো একাত্ম বাঁচার জীবন।কবি তাই কবিতায় বারবার আহ্বান করেছেন–

" আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।"

- **<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত–</u>**

১। কবির মাথার উপর কি উড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন ?
কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় মাথার উপর বোমারু বিমান এর উড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

২। কবির পায়ে কীসের বন্ধনের কথা বলেছেন ?
কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায়, কবি পায়ে হিমানীর বাঁধের কথা বলেছেন।

৩। " আমাদের পথ নেই কোনো"—আমাদের পথ না থাকার কারণ কি ?
কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায়, জানিয়েছেন যে, ক্ষমতায়নের নেশায় মত্ত মানুষ তার লোলুপ শিখায় প্রকাশ করছে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মনোভাবটি। নবীন কিশোর কে 'ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ দেওয়া' কিংবা সুকান্তর সেই এই পৃথিবী কে নবজাতক শিশুর বাসভূমি করে যাওয়ার অঙ্গীকার আজ বিবর্ণ।বরং পৃথিবী আজ মৃত্যুলীলার যূপকাষ্ঠে পরিনত হয়ে উঠেছে এক শ্রেণির মানুষের সীমাহীন লোভের মধ্যে পড়ে।
আমাদের পথ আজ রুদ্ধ।ডানপাশের ধ্বস,বামদিকে গিরিখাদ,মাথার উপর বোমারু বিমানের গর্জন এই সমস্ত কিছুই আজ আমাদের করে তুলেছে দিশাহারা।তাই আমাদের আজ আর কোনো পথ নেই।

৪। "ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!"—কী ছড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে ?
কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায়, জানিয়েছেন যে,মানুষ আজ মত্ত ধ্বংসলীলায়।তার এই মত্ততার নজির বহন করছে আমাদের চারপাশে ছড়ানো গৃহহীন শিশুদের শব বা মৃতদেহ।

৫। "আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।"—কবি এই আহ্বান করেছেন কেন ?
জীবন একার বা একলা হয়ে বাঁচার নয়।এ জীবন যুথবদ্ধ হয়ে আরো বেঁধে বেঁধে আরো একাত্ম হয়ে বাঁচার জীবন।কবি শঙ্খ ঘোষ তাই তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় বারবার আহ্বান করেছেন একসঙ্গে থাকার।

শিক্ষক/ শিক্ষিকা- অর্পিতা চন্দ্র